মাহমুদা রুনু

অনেকতো কবিতা লিখলি
এবার একটা গল্প লেখ ।
গল্প লিখবো? আমিতো কল্পকথা জানিনা ।
আমি স্বপ্নেও কখনো জন্ম দিতে পারিনি কোন না দেখা কাহিনী ।
আমায় মাপ করে দে ভাই ।
বাস্তবের কথা বলছিস ?
আমিতো তোর স্বপ্নের কুটিরে আবাসিত ।

বাবা যা বলেছেন তা লিখবি
আমি যা বলেছি তা লিখবি
তুই যা দেখেছিস তাও লিখবি ॥

বাস্তবের চেয়েও বাস্তব কথকতা ॥ ॥ ॥ ॥ ।
৫২ থেকে ৭১ ।

অমিয়া যখন গাইলো ‘অপমানে জ্বলে উঠেছিলো সেদিন বন র্মালা ॥ ।‘
তুই এতো কাঁদলি কেন?
বাবার কাছে শোনা আন্দোলনের ছবি তোর চোখে জ্বলে উঠেছিলো তাই ।

আমি লিখতে চাইনা, বলতে চাইনা
স্বাধীনতার জন্য আমি কী হারিয়েছি
আমি জানাতে চাইনা আমার বুকের ভেতরের
সমুদ্র শংখের অবিরত গজ র্ন
যা শুধু কান পাতলেই শোনা যায় ।

একদিন আমি লিখবো সেই গল্প
ফ্রক পরা ছোট্ট আমি তোর হাত ধরে
যেতাম –
করতোয়া নদীর পার ঘেসা পাকুর তলার
বৈশাখী মেলায়, সেই গল্প ।

চিনির ছাচের হাতি ঘোড়া ॥।
পাতার বাঁশি, পুতুল নাচ, নাগর দোলা ।
উনসত্তুরের ২১ শের অন্ধকার ভোরে প্রথম
খালি পায়ে ব্যানার হাতে
শহীদ মিনারে ফুলের স্তবক ।
ট্রাকে ট্রাকে গাওয়া গন সংগীত ‘বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাধ ভেঙ্গে দাও ॥॥॥‘
খেলাঘরের দেয়াল পত্রিকায় লেখা প্রথম কবিতা
‘আমি সবুজের মাঝে লাল একটা পতাকা চাই ॥॥॥।‘

লিখবো ৭১’এর দিনগুলোতে তোর নিজ অপারেশনে
গেরিলা যুদ্ধের ইতিবৃত্ত ।
আর লিখবো তোর হাতের লেখা শেষ চিঠিটার কথা ।

আমি হারিয়েছি একজন আলোকিত মানুষ ।
আমার পৃথিবীর মাঝের বিবস অন্ধকারে
পেয়েছি তার চেয়েও লক্ষ-কোটিগুন আলোকিত
‘স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা আমাদের স্বা——ধী——ন——তা ‘।

আমি লিখতে চাইনা,
স্বাধীনতার জন্য আমি কী হারিয়েছি ।

স্বপ্নকুটিরের আলোকিত একজন মানুষ
আমার জগৎজুড়ে ——-
যুগ-যুগান্তরের প্রেরনার প্রাবল্য ।
আমি ছড়িয়ে দিতে চাই
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ।

আমি লিখতে চাইনা,
স্বাধীনতার জন্য আমি কী হারিয়েছি ।
কারণ আমি পেয়েছি ———
তার চেয়েও লক্ষ-কোটিগুন প্রজ্জলিত
‘স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা আমাদের স্বা——ধী——ন——তা ‘।

১০ মাচ´ ২০০৬